সমকাল

তারিখ 28 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি

সমকালীন প্রসঙ্গ | বদরুদ্দীন উমর

সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা এখন শোচনীয়। প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে যাদের কোনো ধারণা নেই, তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘেঁটেঘুঁটে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যেখানে শিক্ষা মানুষের চিত্তের বিকাশ ন্যূ ঘটিয়ে তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ এবং আত্মকেন্দ্রিক করছে। সমাজ থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনা এমন জায়গায় এনে দাঁড় করানো হচ্ছে, যা কোনো ধরনের সুশিক্ষার আদর্শের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে এসব কথা বলার উদ্দেশ্য শিক্ষার দর্শনবিষয়ক কোনো আলোচনা নয়। শিক্ষার দারিদ্র্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মকে কোন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তার দিকে তাকালে সংকটের যে চেহারা দেখা যায়, তার ভয়াবহতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই এর উদ্দেশ্য।

এখানে অবশ্য বলা দরকার যে, এই অবস্থা রাতারাতি সৃষ্টি হয়নি। পাকিস্তানি আমল পর্যন্ত শিক্ষা ইংরেজদের বেঁধে দেওয়া পথেই চলেছিল। আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন বাংলায় শিক্ষানীতি সমাজের সঙ্গে, জনগণের জীবনের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গণতান্ত্রিক, দিকের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে প্রণীত হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব মিথ্যা মানুষের চিত্তের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিল, সেগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্ত হবে। কিন্তু বাস্তবত তা হলো না। পুরনো মিথ্যার অনেক কিছু সরিয়ে দেওয়া হলেও, মানুষের চেতনা নতুন মিথ্যার কারাগারে বন্দি হলো। এ কাজ যারা করল তাদের সামনে শিক্ষার আদর্শ বলে কিছু ছিল না। কারণ সেটা থাকার মতো শিক্ষা তাদের কারও ছিল না। এই পরিস্থিতি ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিতই আছে। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থায় এর পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত কোথাও নেই।

এই সংকটের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হলো, শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে না দেওয়া। তাদের অতীতকে অন্ধকারে রাখা। এ কাজ এমনভাবে করা হলো যা পাকিস্তানি আমলের থেকেও ভয়াবহ। শিক্ষার যে কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক। ভাষা, সাহিত্য থেকে নিয়ে গণিত, পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যন্ত সব শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এই পরিচয় না থাকলে কোনো বিষয়ে কারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা! মোটামুটি সন্তোষজনকও হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া উচ্চতর পর্যায়ে বিশেষায়িত (specialized) শিক্ষা শুরু হওয়ার আগে সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর পরিচয় দরকার। এজন্য বিশেষভাবে দরকার দেশের ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক, এসবের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মোটামুটি একটা পরিচয় হতো। বলা যেতে পারে, এদিক দিয়ে বর্তমান শিক্ষার্থীদের কোনো পরিচয়ই তাদের নিজেদের ইতিহাসের সঙ্গে নেই। পেছনে তাদের ঘোর অন্ধকার। যে জাতির

> বাংলাদেশে এখন প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পাওয়া যায় কোনো না কোনো 'বিরল প্রতিভা' সাহিত্যিক ও লেখককে পুরস্কার ও নানা ধরনের সম্মানে ভূষিত করার কথা। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যেই এসব হয়। এই 'বিরল প্রতিভা' পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কম নয়। উপরন্তু তা নিয়মিতভাবেই বাড়ছে। এসব পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের যেভাবে আকাশে তোলা হয়, তা বিস্ময়কর। এসব দেখে মনে হয় যে, বাংলাদেশের আকাশ এখন প্রতিভার তারকামণ্ডলীতে জ্বলজ্বল করছে! অথচ এদের অনেকের রচনা পাঠযোগ্য পর্যন্ত নয়

কাছে তার অতীত অন্ধকার, অতীতের কোনো খবর যাদের নেই, তাদের বর্তমান যে সংকটমুক্ত এবং ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হবে, এ চিন্তা অবাস্তব। ভবিষ্যতের হিসাব এখন নেই; কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে সেটা বর্তমানকে যে সংকটজনক করেছে, এতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস পাঠ্য বিষয় হিসেবে উঠে গেছে। ইতিহাসের নামে যা পড়ানো হয় তার থেকে ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার কিছু নেই। দলীয় রাজনীতির প্রচার ও ইতিহাস চর্চা তো এক জিনিস নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। পাকিস্তানি আমলে আমার এক বন্ধু যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনীতি বিষয়ে অনেক লেখালেখি ও প্রচার কাজ করেছিলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'Who is Vidyasagar?' বাংলা ভাষা তিনি জানতেন না এবং এখনও জানেন না। বাংলার জন্য কাজ করলেও এই তার অবস্থান! কিন্তু এখন দেখা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষিত ধরণীপুত্রদেরও (son of the soil) একই অবস্থা। তারা কি জানেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত কে ছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম শুনে থাকলেও কয়জন তাদের কোন রচনা পড়েছেন? মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গেও কি তাদের কোনো পরিচয় আছে? রবীন্দ্রনাথের গান শোনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রই-বা পড়েছেন কয়জন? তারাশঙ্কর পড়া তো দূরের কথা, তার নাম জানেন কয়জন? বর্ধমানের কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করে তার জন্ম-মৃত্যু দিবস ঘটা করে পালন করার কারণে তার কবিতা সামান্য হলেও কেউ কেউ পড়েন। কিন্তু তারপর? এভাবে নিজেদের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে অনেক তৃতীয় শ্রেণির গল্প, উপন্যাস, কবিতাও এখন বাংলাদেশে মহৎ সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত। সেগুলোর স্রষ্টারা পুরস্কারের পর পুরস্কারে ভূষিত।

বাংলাদেশে এখন প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পাওয়া যায় কোনো না কোনো 'বিরল প্রতিভা' সাহিত্যিক ও লেখককে পুরস্কার ও নানা ধরনের সম্মানে ভূষিত করার কথা। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যেই এসব হয়। এই 'বিরল প্রতিভা' পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কম নয়। উপরন্তু তা নিয়মিতভাবেই বাড়ছে। এসব পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের যেভাবে আকাশে তোলা হয়, তা বিস্ময়কর। এসব দেখে মনে হয় যে, বাংলাদেশের আকাশ এখন প্রতিভার তারকামণ্ডলীতে জ্বলজ্বল করছে! অথচ এদের অনেকের রচনা পাঠযোগ্য পর্যন্ত নয়। প্রকাশকরাও কেউ কেউ এ কথা বলে থাকেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমির বইমেলায় যে তিন-চার হাজার বই প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে ৫০টি পাঠযোগ্য বই পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ! এই পরিস্থিতিতে সরকারিভাবে যারা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন, তারা সরকারের নিজস্ব লোক অথবা সরকারি ঘরানার লোক। দল নির্বিশেষে এটাই হয়ে আসছে। বর্তমানে 'বিরল প্রতিভা' এই লেখক, সাহিত্যিকরা সরকারি-বেসরকারি অসংখ্য সংস্থার দ্বারা যেভাবে পুরস্কৃত ও নন্দিত হচ্ছেন, তাতে সাহিত্যচর্চা পরিণত হয়েছে রাজনীতির মতোই প্রধানত এক বাণিজ্যিক ব্যাপারে। লিখে অর্থ নেওয়া এবং অর্থের জন্য লেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। এদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ– 'অর্থের জন্য কদাচ লিখিও না'কে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা, সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সকলেই 'বিরল প্রতিভা' হিসেবে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন আছেন।

দেশে শিক্ষার সাধারণ দুরবস্থা ছাড়া যে এটা সম্ভব হতো না, এটা বলাই ভালো। উত্তম সাহিত্যের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, সে পরিচয়ের সুযোগ থেকে যাদের নীতিগতভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, যাদের মধ্যে গম্ভীর (serious) চিন্তার অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা হাতের কাছে নিম্নমানের যা পায় তাই পড়ে। তাকেই তারা মনে করে ভালো, এমনকি মহৎ সাহিত্য! এর জন্য যারা আসলে দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত না করে এ বেচারাদের দোষারোপ করার কিছু নেই। এরা প্রতিক্রিয়াশীল ও দিকনির্দেশনাহীন শিক্ষা নীতিরই শিকার। সমস্ত শাসন ব্যবস্থা একেবারে ঢেলে না সাজালে এ অবস্থার পরিবর্তন যে সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। এটা বোঝার জন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই।

২৫.৭.২০১৬